

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন

রেড ক্রস এর সূচনা হয় ১৮৫৯ সালে যখন হেনরি ডুনাণ্ট (Henry Dunant), জেনেভার একজন সুইস নাগরিক, উত্তর ইতালির রক্তাক্ত সলফেরিনোর যুদ্ধস্থলে (Battle of Solferino) উপস্থিত হন, যা সার্বভৌম অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স সার্ডিনিয়ান জোটের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে মৃত বা মৃতপ্রায় মানুষের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০ এবং আহতরা ছিল কোনরপ চিকিৎসা ছাড়াই। হেনরি ডুনাণ্ট ক্যাস্টিগলিওনের (Castiglione) আশেপাশের মানুষ এবং সলফেরিনো ভ্রমণকারী, যাজক, গৃহিণীদেরকে আহতদের প্রাথমিক সেবা প্রদানের জন্য সংগঠিত করেন। ১৮৬২ সালে তিনি এ মেমোরি অফ সলফেরিনো (A Memory of Solferino) নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা ও যথাযথ যত্ন ছাড়াই হাজার হাজার আহতদের অবস্থা তুলে ধরেন। ডুনাণ্ট দেশে দেশে জাতীয় রিলিফ সোসাইটি (National Relief Society) গঠনের আহ্বান জানান। ধারণাটিকে আরো অগ্রসর করতে ১৮৬৩ সালের অক্টোবরে জেনেভায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং রেড ক্রস এর প্রতিষ্ঠা সনদের দশটি রেজুলেশন (Resolution) গৃহীত হয়। সে সম্মেলনেই রেড ক্রস বাস্তব রূপ নেয় যা একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত। ১৮৬৪ সালে জেনেভায় আরো একটি কূটনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সাদা ভূমির উপর রেড ক্রস চিহ্নকে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পায়- যা সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা কর্মী, হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্সকে সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হবে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন বলতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি-আইসিআরসি (যা রেড ক্রস প্রতিষ্ঠার সূচনাকাল অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে মুভমেন্ট এর অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশন-আইএফআরসি (যা ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ও জাতীয় সোসাইটিসমূহের সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে) এবং জাতীয় সোসাইটিসমূহকে (প্রতিটি দেশের জাতীয় রেড ক্রস অথবা রেড ক্রিসেন্ট, বর্তমানে ১৯১) বুঝায়। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন ৭টি মূলনীতির ভিত্তিতে সকল মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যথা-

মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বচ্ছামূলক সেবা, একতা ও সর্বজনীনতা।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) রাষ্ট্রপতির আদেশবলে (President's Order No. 26 of 1973) প্রতিষ্ঠিত সরকারের সহযোগী মানবিক প্রতিষ্ঠান যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হতে কার্যকর হয়। বিডিআরসিএস ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আইসিআরসি কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৭৩ সালের ২ নভেম্বর আইএফআরসি'র সদস্যভুক্ত হয়। ১৯৮৮ সালের ৪ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির আদেশ ২৫ (Act 25 of 1988) দ্বারা বিডিআরসিএস এর নাম এবং প্রতীক রেড ক্রস থেকে রেড ক্রিসেন্টে পরিবর্তিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে বিডিআরসিএস এর সভাপতি। রাষ্ট্রপতি বিডিআরসিএস এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। বর্তমানে বিডিআরসিএস এর সর্বমোট ৬৮টি জেলা ও সিটি ইউনিট (শাখা) রয়েছে। বিডিআরসিএস তার সূচনা থেকে বিভিন্ন ধরনের সংকটকালে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সাহায্য প্রদান করে আসছে। পাশাপাশি এটি বিপদাপন্ন মানুষের ঝুঁকি কমাতে ও সহনশীল কমিউনিটি তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিহ্রাসকরণ অথবা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিডিআরসিএস বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যেমন- হাসপাতাল, রক্ত কেন্দ্র, গ্রামীণ মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা হাজারো স্বচ্ছাসেবকই বিডিআরসিএস এর মানবিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল প্রেরণা। রাষ্ট্রপতির আদেশে বিডিআরসিএস এর মোট ১২টি ম্যান্ডেট রয়েছে, যার মধ্যে ৪টি কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে কেননা এগুলো এর সব ভূমিকাকে ব্যক্ত করে -

- সশস্ত্র বাহিনীর অসুস্থ ও আহত সদস্যদেরকে সাহায্য প্রদান করা।
- সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবে মানুষের দুর্দশাকে প্রতিরোধ ও প্রশমন করা।
- সকল গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন ও বজায় রাখা।
- দুর্দশা নিরসনের উদ্দেশ্যে ত্রাণ প্রদানের বিধান।

বিডিআরসিএস সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে যদিও এর কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকরা নির্বিঘ্ন সেবা প্রদান করতে গিয়ে কখনও কখনও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, বিশেষ করে সংঘাত বা অনিরাপদ পরিস্থিতিতে। এর কতিপয় কারণ হচ্ছে -

- বিডিআরসিএস এর ম্যান্ডেট সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকা।
- রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট ও বিডিআরসিএস এর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।
- ভুল ধারণার ফলে সংঘাত ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে প্রবেশগম্যতার সীমাবদ্ধতা।
- রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকের অপব্যবহার।

নিরাপদ প্রবেশগম্যতা ধারণা

নিরাপদ প্রবেশগম্যতা ধারণাটি হল সংবেদনশীল ও অনিরাপদ পরিস্থিতিতে ঝুঁকি কমিয়ে মানবিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় সোসাইটির জন্য সুপারিশ করা কিছু পদক্ষেপ, যা নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ ও সাড়া প্রদানে সহায়তাকারী হিসেবে বিবেচিত এবং যা সমাজে এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করতে সক্ষম। নিরাপদ অভিগম্যতা ধারণাটির মূল উদ্দেশ্য হল সংঘাত ও/বা অন্যান্য সহিংসতার সময় সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি থাকে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাতে কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সাড়া প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এটি জাতীয় সোসাইটির গ্রহণযোগ্যতা, নিরাপত্তা ও মানুষের/সমাজের প্রয়োজনে তাদের কাছে পৌঁছানোর পথে যে সকল বৈসাদৃশ্য, বাঁধা, ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা থাকে তা জানতে এবং অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র

নিরাপদ প্রবেশগম্যতা ধারণাটি সংঘাত, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা ও সংবেদনশীল পরিস্থিতিসহ সকল পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়। জাতীয় সোসাইটির দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শান্তি/স্বাভাবিক সময়েও এটির প্রয়োগ কার্যকরীতা প্রমাণিত।

নিরাপদ প্রবেশগম্যতা কাঠামো

আইসিআরসি ২০০২-২০০৩ সালে আইএফআরসি এবং অন্যান্য জাতীয় সোসাইটির সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নির্বিঘ্নে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা লক্ষ্যে একটি নিরাপদ প্রবেশগম্যতা (Safer Access) কাঠামো তৈরি করে। এই কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো সংবেদনশীল এবং অনিরাপদ পরিস্থিতিতে নিরাপদ ও কার্যকর মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় সোসাইটির সক্ষমতা ও প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা।

নিরাপদ প্রবেশগম্যতা কাঠামোর উপাদান

নিরাপদ প্রবেশগম্যতা কাঠামোর (Safer Access Framework) ৮টি উপাদান রয়েছে। নীচে উপাদান-সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো -

১. **পরিস্থিতি এবং ঝুঁকি যাচাই করা** : জাতীয় সোসাইটিসমূহের যে কোন পরিস্থিতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলো সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা থাকা উচিত কেননা এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তারা যে কোন প্রতিরোধ ও প্রশমন কমাতে পারে।
২. **আইনগত ভিত্তি** : রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের নীতিমালা, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং অভ্যন্তরীণ আইনসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় সোসাইটির আইনগত ভিত্তি তাদেরকে মানবিক সহায়তামূলক কাজ পরিচালনার ম্যান্ডেট প্রদান করে।
৩. **সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা** : জাতীয় সোসাইটিসমূহ মুভমেন্টের নীতিমালায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রয়োজনীয় ও পরিস্থিতি-সংবেদনশীল মানবিক সহায়তা প্রদান এবং জনগণ ও কমিউনিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অংশীজনদের কাছে উচ্চতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।
৪. **ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা** : জাতীয় সোসাইটিসমূহের কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকবৃন্দ মৌলিক নীতিসমূহ ও অন্যান্য মুভমেন্টের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
৫. **শনাক্তকরণ বা চেনা** : জাতীয় সোসাইটিসমূহ প্রতিষ্ঠান ও তাদের কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকদের দৃশ্যমান চিহ্ন/পরিচিতির নিরাপত্তা ও প্রসারের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
৬. **অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন** : জাতীয় সোসাইটিসমূহ সংগঠিত অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সমন্বয় কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুভমেন্ট সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
৭. **বাহ্যিক যোগাযোগ ও সমন্বয়** : জাতীয় সোসাইটিসমূহের সংগঠিত বাহ্যিক যোগাযোগ ও সমন্বয় কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাহ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
৮. **কার্যক্রম পরিচালনায় নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : জাতীয় সোসাইটিসমূহ কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকদের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করে।

নিরাপদ প্রবেশগম্যতা ধারণার সুবিধা

- জাতীয় সোসাইটির ম্যান্ডেট ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়।
- সংবেদনশীল, দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকদের প্রবেশগম্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- আরসিআরসি ও জাতীয় সোসাইটির প্রতীকের অপব্যবহার কমায বা বন্ধ করে।
- অংশীজনদের সাথে সমন্বয় শক্তিশালী করে।
- অধিক মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকদের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন নিরাপত্তাজনিত ঘটনা প্রতিরোধ, ত্রাস ও এড়াতে সাহায্য করে।
- নিরাপত্তা ও প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করতে একটি অধিকতর কাঠামোগত পদ্ধতি অবলম্বন করে।

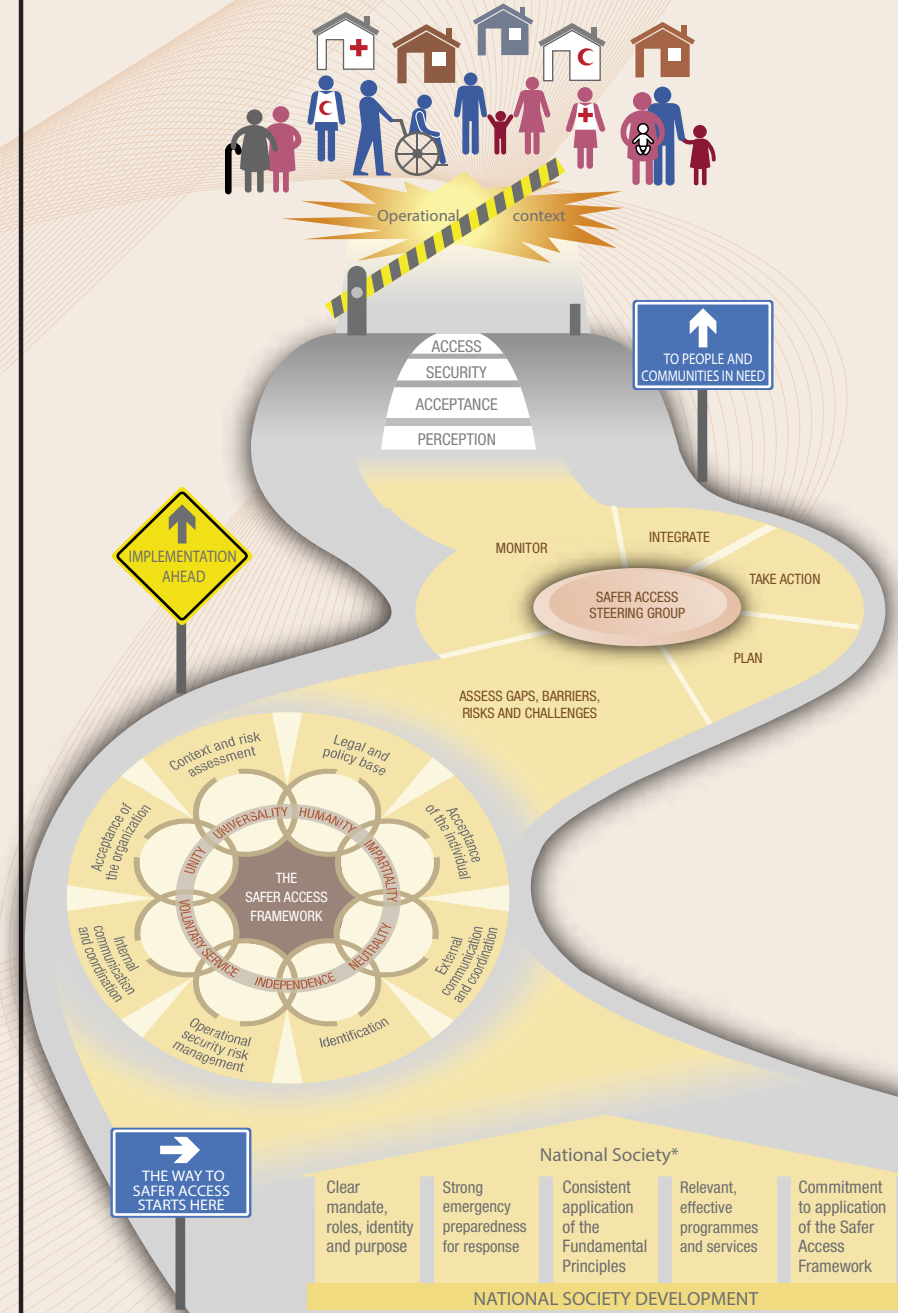
নিরাপদ প্রবেশগম্যতা বিষয়ক বিডিআরসিএস এর উদ্যোগ

- নিরাপদ প্রবেশগম্যতা কাঠামো সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- বিডিআরসিএস এর ম্যান্ডেট ও ভূমিকা সম্পর্কে জানাতে জাতীয় ও স্থানীয় (বিভাগ/জেলা) পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে গোলটেবিল সংলাপের আয়োজন করা।
- কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে সংবেদনশীল করতে কর্মশালার আয়োজন করা।
- কর্মী ও স্বচ্ছাসেবকদের জন্য সুরক্ষা-নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রণয়ন করা।
- আরসিআরসি প্রতীকের অপব্যবহার রোধ বা কমাতে প্রচারণা।
- অংশীজনদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদান যেমন- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, রাজনৈতিক দলের ছাত্র নেতৃত্ব ইত্যাদি।



An Introduction to RCRC Movement, BDRCS and the SAFER ACCESS Concept

রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, বিডিআরসিএস এবং নিরাপদ প্রবেশগম্যতার ধারণা



Supported by : ICRC
Published in October 2019



BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY

Introduction to Red Cross and Red Crescent Movement

The Red Cross idea was born in 1859 when Henry Dunant, a young Swiss national from Geneva, came upon the scene of the bloody Battle of Solferino in Northern Italy, war between the armies of imperial Austria and the France Sardinian alliance, about 40,000 laid dead or dying on the battlefield and the wounded were without medical attention. Henry Dunant organized nearby people of Castiglione and Solferino travelers, priests, housewives, available to provide the wounded with first aid. In 1862 he published the book A Memory of Solferino, in which he described the horror of the fight and condition of the thousands of wounded left without proper care. Dunant called for the creation of national relief societies. To promote the idea an international conference held in Geneva in October 1863 and adopted ten resolutions that formed the founding charter of the Red Cross. The Red Cross was then a reality as an independent, neutral and impartial organization. In 1864 another diplomatic conference was held in Geneva and recognized the Red Cross on white ground as the symbol of the embryonic Red Cross Movement as a protective emblem to be used by all armies for identifying medical personnel, hospitals and ambulances.

The International Red Cross and Red Crescent Movement, the contemporary title, consist with the International Committee of the Red Cross-ICRC (the founding body of RCRC established in 1863, considered as the guardian of the Movement), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC (founded in 1919 to coordinate with and responsible for development of the national RCRC societies) and national Red Cross or Red Crescent Societies-NS (currently 191). The RCRC Movement is guided by its seven fundamental Principles i.e.

Humanity, Impartiality, Neutrality, Independence, Voluntary Service, Unity and Universality.

About Bangladesh Red Crescent Society

The Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS) was constituted on 31 March, 1973 by the President's Order No. 26 of 1973 with retrospective effect from independence of Bangladesh i.e. 16th December 1971. The BDRCS was recognized by ICRC on 20 September, 1973 and admitted into the IFRC on 02 November, 1973. The name and emblem of BDRCS were changed from Red Cross to Red Crescent on 4th April 1988 vide Act 25 of 1988. The President of the People's Republic of Bangladesh is ex officio President of the BDRCS. The President appoints the Chairman of the BDRCS. The BDRCS has got 68 district and city Units (Branch). BDRCS has been rendering humanitarian services in response to various crises and natural disasters. It also implements various risk reduction or development programmes and projects to reduce risks of vulnerable people and to build resilient communities. BDRCS runs various health institutions including hospitals, blood banks, rural mother & child health centres etc. Countrywide thousands of volunteers are the spirit of BDRCS's humanitarian interventions. BDRCS has got twelve Mandates under the President's Order, of which four consider as significant as those cover most of its roles -

- Aid to the sick and wounded of the armed forces of Bangladesh

- Prevention & alleviation of human suffering with complete impartiality
- The establishment & maintenance of peace among all nations
- Provision of relief for the mitigation of suffering

BDRCS has earned glowing reputation among mass people, even its staff and volunteers sometimes experience difficulties, particularly in conflict or insecure situations, to serve the distressed smoothly due to-

- Lack of understanding on BDRCS's Mandate
- Lack of awareness on RCRC and BDRCS Roles
- Lack of access in conflict or disaster situation due to misperception
- Misuse of RCRC Emblem

Safer Access Concept

The Safer Access concept is a set of actions and measures recommend for a National Society (NS) to prepare for and respond to context-specific challenges, to reduce and mitigate the risks that it may face in sensitive and insecure contexts, and to help it earn the trust and acceptance of people and communities with humanitarian needs, as well as of those who control or influence access to them. The objective of the SA concept is to understand operational risks during intervention in conflict and/or other situations of violence (OSV) in order to be ready to respond effectively and efficiently. It helps to know the gaps, barriers, risks and challenges affecting NS's acceptance, security and access to people/communities in need and to overcome those.

Where to Apply ?

Safer Access concept applies in all situations including conflict, internal disturbances, tensions and as well as sensitive contexts. It has also proved useful when applied in peacetime as part of a NS's day-to-day activities.

Safer Access Framework (SAF)

The Safer Access Framework (SAF) was introduced in 2002-2003 by the ICRC through consultation with IFRC and National Societies. Its aim is to help National Societies to increase their capacities and preparedness to respond safely and effectively to humanitarian needs in sensitive, insecure and violence context.

Elements of SAF

There are eight elements under SAF those are -

1. Context and Risk Assessment : NSs have a clear understanding of the interlinked political, social, cultural and economic aspects of the evolving operational environment and the inherent risks, which forms the basis for preventing and managing those risks.

2. Legal and Policy Base : NSs have sound legal and statutory instruments and develop policies that provide a basis from which to carry out their humanitarian mandate and roles in conformity with Movement policies, international humanitarian law and domestic legislation.

3. Acceptance of the Organization : NSs have attained a high degree of acceptance among key stakeholders by providing relevant, context-sensitive humanitarian assistance and protection for people and communities in a manner consistent with the Fundamental Principles.

4. Acceptance of the Individual : Staff and volunteers have attained a high degree of acceptance among key stakeholders by working in a manner consistent with the Fundamental Principles and other Movement policies.

5. Identification : NSs take all necessary steps to protect and promote the organization's visual identity and that of its staff and volunteers.

6. Internal Communication and Coordination : NSs implement well-developed internal communication and coordination strategies and mechanisms, which enhance coordination with other Movement components.

7. External Communication and Coordination : NSs implement well-developed external communication and coordination strategies and mechanisms, which enhance coordination with external actors.

8. Operational Security Risk Management : NSs assume responsibility and accountability for the safety and security of staff and volunteers by developing and implementing an operational security risk management system and structure.

Benefits of Safer Access Concept

- Increase awareness on NS's Mandates and Roles.
- Increase access and acceptance of staff and volunteers in sensitive, disaster and emergency situations.
- Reduce or stop misuse of RCRC Emblem and NS's Logo.
- Strengthen coordination with partners and stakeholders.
- Increase capacity to address humanitarian needs of more people.
- Prevent, reduce and avoid security incidents which cause harm to staff & volunteers.
- Adopt a more structured approach to increase security and access.

BDRCS Initiatives on Safer Access

- Raise awareness for staff and volunteers on understanding of Safer Access Framework.
- Organize Roundtable Dialogues for Stakeholders at national and local (divisional/district) levels to disseminate BDRCS's Mandate and Roles.
- Organize Sensitization Workshops for staff and volunteers.
- Development of Safety & Security Policy and Guideline for staff and volunteers.
- Dissemination of RCRC Emblem to stop or reduce misuse.
- First Aid training for external stakeholders, including Law Enforcement Agencies' members, Student Leaders of Political parties etc.